সংবাদ

তারিখ ... 22. MAR. 2017 ...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...2...

সারাদেশে কৃষি শিক্ষক ১৩শ

কৃষি শিক্ষার পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক দিয়ে

রাকিব উদ্দিন

ভিন্ন পেশার কর্মকর্তা ও দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতায় নেই- এমন কর্মকর্তাদের দিয়ে ২০১৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ের কোডিং-ডিকোডিং (পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন) করাচ্ছে এনসিটিবি। সংস্থাটি কৃষি শিক্ষার শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক দিয়ে এইচএসসি'র কৃষি শিক্ষা বইয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাচ্ছে। এর ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের মতো এইচএসসির বইয়েও ভুল-ভ্রান্তি ও ইতিহাস বিকৃতির আশঙ্কা করছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। তারা একই সঙ্গে পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতিরও আশঙ্কা করছেন।

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ে নজিরবিহীন ভুল-ভ্রান্তি, ইতিহাস বিকৃতি এবং সাম্প্রদায়িকরণ হলেও এর থেকে শিক্ষা নেয়নি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা সংবাদকে বলেন, 'সরকারি কলেজগুলোতে 'কৃষি শিক্ষা' বিষয়ের শিক্ষক খুবই কম। এজন্য মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষক দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (এইচএসসি) কৃষি শিক্ষা বইয়ের পাণ্ডুলিপি যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই মৃত্তিকা বিজ্ঞানের শিক্ষকরা কৃষি বইয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আসছেন। তবে আগামী বছর থেকে এটা আমরা আর করব না। কৃষির পাণ্ডুলিপি কৃষির শিক্ষক দিয়েই করানো হবে।'

জানা গেছে, উচ্চ মাধ্যমিকের 'কৃষি শিক্ষা' বইয়ের পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন করতে সরকারি কলেজের 'মৃত্তিকা বিজ্ঞান' বিষয়ের তিনজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়েছে এনসিটিবি। গত ৯ মার্চ ওই শিক্ষকদের পাণ্ডুলিপি দেয়া হয়। শিক্ষকরা হলেন ঢাকার শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হামিদ আল আজাদ, ধামরাই সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক কাশেম আল ওলাঈ ও বরিশাল বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাহমুদুল ইসলাম। তারা পাণ্ডুলিপি মূল্যায়ন করে এনসিটিবিকে জমা দিবেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কলেজের কৃষি শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষকদের সংগঠন কলেজ কৃষি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সরকারি বাঙলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মাজহারুল হক সংবাদকে বলেন, 'সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি কলেজে প্রায় ১৩শ শিক্ষক আছেন কৃষি শিক্ষার। দেশের কোন কলেজেই কৃষি শিক্ষকের সংকট নেই। এমনকি ঢাকার সরকারি কলেজ ও শিক্ষা ভবনেও কৃষি শিক্ষার ১২ জন শিক্ষক আছেন।'

এনসিটিবির সূত্র জানায়, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রতি বিভাগে আবশ্যিক (বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি) তিনটি ও নৈর্বাচনিক তিনটি এবং ঐচ্ছিক একটি বিষয় নিতে পারে। এতে গড়ে প্রতি বছর প্রায় শতাধিক বইয়ের

কৃষি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

কৃষি : শিক্ষার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করে এনসিটিবি। নিজেদের বইয়ের পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করাতে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো মোটা অঙ্কের টাকার অনৈতিক বিনিয়োগ করে। প্রভাবশালী মহলের মাধ্যমে এনসিটিবির কর্মকর্তাদের কাছে তদবিরও করেন প্রকাশকরা। এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, এনসিটিবি একাদশ শ্রেণীর পাঠ্যবই ছাপে না। সংস্থাটি বিভিন্ন প্রকাশকের মাধ্যমে লেখকের বইয়ের পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে। এই পাণ্ডুলিপির কোডিং-ডিকোডিং বা মূল্যায়ন শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় এনসিটিবি। পরে প্রকাশকরা বই ছেপে এনসিটিবির অনুমোদিত মূল্যে খোলাবাজারে বিক্রি করে। এতে একটি বিষয়ের একাধিক বই একাধিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছেপে বিক্রি করতে পারে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে তিন শিক্ষককে কৃষি শিক্ষা বইয়ের পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তারাও একাডেমিক বই লিখেন। এতে করে পাণ্ডুলিপি বাছাইয়ে স্বজনপ্রীতি ও অনিয়মের সুযোগও রয়েছে। এর পাশাপাশি এনসিটিবি থেকে মূল্যায়নকারীরা সম্মানী হিসেবে ১০ হাজার টাকা করে পাবেন। এই ধরনের অনিয়মের সুযোগ থাকা সত্ত্বে 'বেসরকারিখাতে প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের পাণ্ডুলিপি কোডিং-ডিকোডিং কমিটিতে এমন ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে, যারা এই ধরনের কাজের সঙ্গে কোন ক্রমেই সম্পৃক্ত থাকতে পারেন না। ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষে বেসরকারিখাতে প্রকাশিত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অনুমোদনের জন্য জমাকৃত ১ম ও ২য় পত্রের পাণ্ডুলিপি কোডিং-ডিকোডিং-এর জন্য নির্দেশক্রমে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে এনসিটিবি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি গঠিত এই কমিটির আহ্বায়ক হলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সুবোধ চন্দ্র ঢালী। সদস্যরা হলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাসুদা বেগম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক (মিউ) কামাল উদ্দিন হায়দার। এর মধ্যে কামাল উদ্দিন হায়দার বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শিক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের পিএস ছিলেন। গত প্রায় এক যুগের বেশি সময় পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত নন। অন্য দুই কর্মকর্তাও পাঠ্যবইয়ের কাজের সঙ্গে অতীতে কখনো সম্পৃক্ত ছিলেন না।